শুধু কথা

শুধু কথা

চাণক্য সেন

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ১৯৬১

প্রকাশক
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫ এ মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদপট
শ্রীকানাই পাল

নিউ ইয়র্কের

অমিয় ও শিপ্রা ব্যানার্জি-কে

নিউ ইয়র্ক শহরে একটি বাঙালী পুরুষ আর একটি আমেরিকান নারীর সঙ্গে সামান্য, সংক্ষিপ্ত অপরিচয় অঘটিত হয়েছিল। টাইম্‌স্ স্কোয়ারে অকাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অরবিন্দ দত্ত, হঠাৎ দেখতে পেল ভীয়েৎনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে আসছে রেডিয়ো সিটি মিউজিক হলের দিক থেকে। দর্শকদের ভীড়ে অরবিন্দও মিশে গেল। মিছিল কাছাকাছি আসতে কি জানি কি কারণে কারা যেন হিংসাত্মক হ'য়ে উঠল: কয়েক মিনিটের মধ্যে মিছিলের সঙ্গে শুরু হ'য়ে গেল পুলিশের লড়াই। অরবিন্দ দত্ত দেখল একটি লিকলিকে লম্বা ললনা 'where are all the flowers gone' গাইতে গাইতে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, দুজন পুলিশ তাকে চ্যাং-দোলা করে তুলে নিয়ে পুলিশ-ভ্যানে তুলল। এ কৌতুকজনক দৃশ্য দেখবার সপ্তাহ দুই পর সাবওয়েতে কুইন্‌স্ যাবার পথে অরবিন্দ দত্ত দ্বিতীয়বার সে-মেয়েটিকে দেখল। মাঝ-বয়সী জনৈক আমেরিকান পুরুষের সঙ্গিনী হ'য়ে ট্রেনের কামরায় বসেছিল সে, অরবিন্দ কৌতূহলের উত্তাপে তার সঙ্গে যেচে আলাপ করল। তৃতীয়বার তাদের দেখা হল একটি মিশ্রিত আলোচনা-সভায়। তারপর তার সঙ্গে তিনদিন কায়িক দূরত্বের ব্যবধানে শুধু কথা হল অরবিন্দ দত্তর। শুধু কথা। তিনদিন তিনবার অনেক অনেক শুধু কথা।

॥ প্রথম ॥

'হ্যা…লো…'

'র‍্যা ‥চে…ল…'

'হ্যা…লো…কে বলছ?'

'র‍্যা…চে…ল…?'

'হ্যাঁ…আ…হা…উ…হা…হ্যাঁ, কে বলছ?'

'আমি। তোমার ঘুম ভাঙালাম মনে হচ্চে। অত্যন্ত দুঃখিত।'

'ও, অরবিন্দ! তুমি? তুমি এত সকালে?'

'মাপ চাইছি তোমার ঘুম ভাঙাবার জন্যে। খুব সকাল নয় এখন। সাড়ে দশটা।'

'মাত্র! আমার সকাল বারোটা দশে।'

'ফোন ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি আবার ঘুমোও।'

'ছেড়ো না। ঘুম কেটে গেছে। এখন একটু মজা-মজা লাগছে। একটু উত্তেজিত বোধ করছি।'

'কারণ?'

বিদেশী ছেলের ফোন শুনে ঘুম ভাঙার অভ্যেস নেই। আজকের ঘটনাটা একটু নতুন।'

'দেশী ছেলেদের ডাক শুনে বুঝি প্রায়ই ঘুম ছুটে যায়?'

'তা গেছে বৈ কি কয়েকবার।'

'তাহলে টেলিফোন ছাড়বো না?'

'না, যদি তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে না হয়।'

'পুরো দু-ঘণ্টা ঘড়ি দেখছি এমন একটা ভদ্রসভা সময়ের জন্যে যখন ডাকলে তুমি ঘুম ভাঙাবার জন্যে অভিশাপ দেবে না।'

'বাড়িয়ে বলা খুব সুন্দর জিনিস, যদি না অতি সহজে ধরা পড়ে যাও।'

'একটুও বাড়িয়ে বলছি না। মাইরী।'

'ওটা আবার কি ?'

'ওটা একটা বিশুদ্ধ বাংলা সোয়ারিং। মার দিব্যি'

'আবার বলো।'

'মাইরী।'

'My-rhee. Right ? পেরেছি কি না ?'

'নাইনটি পার্সেন্ট।'

'তুমি কালকে বলছিলে শাদা মানুষদের জিহ্বা তোমাদের কথা একেবারে উচ্চারণ করতে পারে না।'

'কখন বলছিলুম ? কাকে ?'

'আমাকে নয়। যাদের সঙ্গে গল্পে আর তর্কে এমন জমে গিয়েছিলে যে অন্য কারুর দিকে একবার দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করতে পারো নি।'

'বাড়িয়ে বলা বেশ কাজে লাগে, যদি-না একটু বড়ো-বেশি হ'য়ে যায়।'

'তুমি কটা কথা বলেছ আমার সঙ্গে কাল ?'

'মনে নেই। তবে বেশি যে বলি নি, বলার সুযোগ হয় নি, তা বেশ মনে আছে।'

'সুযোগ হয় নি মানে ? আমাকে একদল বাচ্চার সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে তুমি বসলে ভীয়েৎনাম আর নিগ্রো সমস্যা নিয়ে আলোচনায় আর তর্কে।'

'র‍্যাচেল, তুমি জানো ওরা একজনও বাচ্চা নয়। সব তোমার সমবয়সী। যে তিনটি ছেলের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিলুম কালকে, তাদের প্রত্যেকে স্বক্ষেত্রে মেধাবী। জগজিৎ মেহতার বয়স তেইশ, সুরেশ পটনায়ক চব্বিশ, দেবাশীষ চৌধুরী, বাইশ। তোমার বয়স কতো ?'

'বলবো না।'

'এ দেশে জীবনের যে-অধ্যায়ে পৌঁছলে বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই, সেখানে তুমি পৌঁছও নি, অনেক বছর দেরী পৌঁছবার।'

'কোন অধ্যায় সেটা ?'

'আমার তো মনে হয় আঠাশ থেকে আশি।'

'হিহিহিহি। আঠাশ কেন ? ত্রিশ নয় কেন ?'

'তাহলে একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলতে হয়। র‍্যাচেল, তুমি শ্রোতা কেমন ?'

'খুব ভালো ?'

'তবে শ্রবণ করো। তার আগে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, ভারতীয়কে কখনও বক্তৃতা দেবার সুযোগ দেবে না।'

'কেন ?'

'একবার বলবার সুযোগ পেলে আমরা আর থামতে চাই নে।'

'আমরাও।'

'Scratches on our mind পড়েছ ?'

'পড়েছিলাম।'

'মনে আছে, ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমেরিকান মন্তব্য: ইণ্ডিয়ানরা পুরো দু'ঘণ্টা বলে যাবে, অথচ কিছুই বলবে না⋯'

'অমন কিছু বোকা বোকা কথা বই-তে পড়তে পাওয়া যায়।'

'আমার ধারণা ছিল, একমাত্র বিলিতী খবরের কাগজের সম্পাদকীয়তেই পুরো এক কলম লিখেও কিছুই না বলা সম্ভব।'

'তাহলে তুমি আমেরিকান সোসাল সায়ান্টিস্টদের বই বিশেষ পড়ো নি।'

'তাহলে তুমি শুনতে রাজী ? তাহলে, বলি ?'

'কি বলবে ?'

'ভুলে গেছ এরই মধ্যে ? মার্কিন মহিলাদের বয়স প্রসঙ্গ।'

'অ। অত্যন্ত নিঃসার বিস্বাদ প্রসঙ্গ।'

'পুরুষদের কাছে নয়।'

'মাও সে তুং-এর নাম শুনেছ ?'

'চেনা-চেনা মনে হচ্ছে নামটা। কিন্তু তিনি তো মার্কিন মহিলা নন।'

'পৃথিবীর দেশগুলিকে মাও সে তুং চার ভাগে ভাগ করেছেন। এক হলঃ সমাজতান্ত্রিক। দুই, ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী। তিন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অদলীয়। চার, ইনটারমিডিয়েট জোন। চতুর্থ ভাগে যেমন আছে ছোট্ট ডেনমার্ক, তেমনি রয়েছে বিরাট ফ্রান্স এবং ইতালী। আমেরিকান মেয়েদের বয়সকেও চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, প্রি-টীনএজঃ অর্থাৎ পাঁচ থেকে দশ। দ্বিতীয়, গ্লরিয়াস টীন-এজ। তৃতীয়, সোনালি যৌবন। চতুর্থঃ যাকে তোমরা বল young adults, অর্থাৎ আঠাশ থেকে আশি।'

'হিহিহিহিহি। আঠাশ কেন? ত্রিশ নয় কেন?'

'ত্রিশ হল একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা। যে বয়সে দেহের জৌলুসে ভাটার চিহ্ন, মনে সন্দেহের কালো ছায়া। তুমি ত্রিশ থেকে এখনও নিরাপদ দূরে। তাই অত সহজে ত্রিশ নয় কেন বলতে পারছ।'

'ত্রিশকে ভয় করিনে এমন কথা বলতে পারবো না। ত্রিশ সব মেয়েদের শত্রু।'

নেপোলিয়ন কিন্তু বত্রিশকে আইডিয়াল এজ বলেছিলেন।'

'নেপোলিয়ন না বললেও বার্নার্ড শ' তাঁকে দিয়ে বলিয়েছিলেন। পুরুষরা মনে করতে পারে বত্রিশ মেয়েদের আইডিয়াল এজ। মেয়েরা ত্রিশের নামে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

'তাই বুঝি ত্রিশ-দমনের জন্যে এই বিরাট আয়োজন?'

'তার কতোটুকু খবর রাখো তুমি?'

'সামান্য। ম্যাডিসন এভিনিউ থেকে ত্রিশ-দমনের যে বিরাট অভিযান প্রতিদিন mass media-র বাহনে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে, তার কাছে মার্কিন সরকারের সাম্যবাদ প্রচেষ্টা তো নস্যি!'

'মেয়েদের কাছে ত্রিশ বছর আর সাম্যবাদ একই রকম দুষমন।'

'হটাৎ একটা পি-এইচ. ডি. ডিসার্টেশনের বিষয় মাথায় এসে গেল : দি টু কনটেইনমেন্ট্স : দেশে, containment of the female age, বিদেশে, containment of communism.'

'একটু গভীরে গেলে দেখতে পাবে দুটোতে অনেকটা মিল।'

'অর্থাৎ, কম্যানিজম্ আর যাই পারুক, মেয়েদের বয়সকে ত্রিশের এপারে বেঁধে রাখতে পারবে না।'

'কক্ষনো না। রাশিয়ার মেয়েরা সবে মাত্র একথাটা বুঝতে শুরু করেছে। তাই সোভিয়েট ললনা আজ রিভীসনিষ্ট। তারা 'ফলস্' ব্যবহার করতে শুরু করেছে।'

'বানান কি?'

'F A L L S.'

'কারেক্ট। আমি চমৎকৃত চোখে মার্কিন সভ্যতার যে-সব প্রকাশ দেখছি তার মধ্যে ম্যাডিসন এভিনিউ-থেকে ইংরিজী শব্দগুলোকেও টীন-এজ সৌন্দর্য দেবার অভিযান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। Nightকে করা হয়েছে Nite; Lightকে Lite; You-কে U. Afternoon-এ পার্টি হলে তার নাম Laughternoon. মেয়েরা পুরুষ ভোলাবার জন্যে যা ব্যবহার করে তার নাম False নয়, Falls। নকল আই-ল্যাশ, নকল বুক, নকল হীপ, নকল গালের লালচে রং, ঠোঁটের নিমন্ত্রণ-লাল, চিবুকের বিউটি-স্পট। নকল নখ, নকল চুল; এর মধ্যে নকল নখের নামটাই খানিকটা সত্যিকারের, Fabulous Fakes.'

'গোটা মানুষের সভ্যতাকেই ও নামে ডাকতে পারো।'

'তার আগে ডাকতে ইচ্ছে করে গোটা বর্তমান সুসভ্য নারী সমাজকে। The Fabulous Female Fakes.'

'তোমাদের দেশের মেয়েরা নকল পরে না?'

'নিশ্চয় পরে। সভ্যতার এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে ভারতীয় মেয়েরা পশ্চিমের মেয়েদের অনেক পেছনে পড়ে আছে।'

'এবার তুমি স্বদেশ প্রেমের তাপে বাড়িয়ে বলছো।'